আত্ম-প্রতিষ্ঠা
B 329.95414
D 533

আত্ম-প্রতিষ্ঠা

৺অশ্বিনী কুমার দত্ত

বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১৭৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ছয় আনা]

প্রকাশক
শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণ রায়
বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।
প্রকাশ প্রেস,
৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আত্ম-প্রতিষ্ঠা

স্বরাজ লাভ বলিতে কি বুঝি? বুঝি আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া। তাহারই অর্থ পর-মুখাপেক্ষা ত্যাগ ও স্বমহিমায় অবস্থিতি। যখন কেহ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারেন, "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং, সর্ব্বমাত্মবশং সুখং" তখন তাঁহার পরবশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে অরুন্তুদ যন্ত্রণার উৎপত্তি হয়। আমরা কি তাহা বুঝিয়াছি? কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি নতুবা বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে অমন বিরাট আন্দোলন হইত না, যে আন্দোলনের ফলে অতুল প্রতাপশালী ভারতসম্রাটের বঙ্গভঙ্গ রহিত করিতে হইল। ভারতসচিব

লর্ড মর্লি কতবার বলিলেন, 'বঙ্গভঙ্গ অটল হইয়া রহিয়াছে', কিন্তু অটল টলিল। টলাতেই আন্দোলন মন্দীভূত হইল। কিন্তু যে বীজ উপ্ত হইয়াছে তাহা পিপীলিকার চেষ্টা নষ্ট করিতে পারে নাই। ঐ আন্দোলন ও তাহার ফল দেখিয়া অকাট্য ধারণা হইয়াছে যে আমরা যতদূর মরিয়াছি ইহার অধিক আর মরিবার সাধ্য নাই। একটী গল্প শুনিয়াছি ঃ—কলিকাতায় পাঁচটী মাতাল কোন শৌণ্ডিকালয়ে বসিয়া মদ্যপান করিয়াছে। পাঁচটিই মত্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়াছে। তন্মধ্যে একটি অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অপর চারিটি তাহাকে ডাকিয়া ও নাড়িয়া যখন কোন সাড়াশব্দ পাইল না তখন ভাবিল তাহার দেহে প্রাণ নাই। সুতরাং সেই চারিজন তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া "বল হরি, হরি

বোল” বলিতে বলিতে নিমতলার ঘাটের দিকে লইয়া চলিল। কিঞ্চিৎ দূরে গেলে সেই মৃতকল্প ব্যক্তি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ভারবাহী চারিজনের একজন বলিল, “ওরে, ও ত মরে নাই, পাশমোড়া দেয় যে”। তাহার সঙ্গী একজন উদাসীন ভাবে গম্ভীর স্বরে বলিল, “ওরে চল্, কি হয়েছে? এ মড়া এই অবধিই মরে, চল্।”

আমরাও ঐ হতচৈতন্য সুরাপায়ী ব্যক্তির ন্যায় শত বর্ষ মোহমদিরাপানে সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলাম, এখন পাশমোড়া দিতেছি। মরিবার হইলে এতদিনে মরিতাম। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসী, আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ান প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, আমরাও শেষ হইতাম কিন্তু ঋষিসেবিত ভক্তসেবিত দেশে বাস

করিয়া যুগপরম্পরায় তাঁহাদিগের চরণরেণুর প্রসাদে আমরা আজও বাঁচিয়া আছি। ভারতের সেই সুদৃঢ়ভিত্তি সংস্থিত যুগাদি প্রবর্ত্তিত সভ্যতার বলে আজিও আমরা ধ্বংস-প্রাপ্ত হই নাই। আমরা বিধাতা প্রবর্ত্তিত যে চক্রে ভ্রাম্যমান তাহার অধঃস্থিত বিন্দুতে কি তাহার অতি নিকটে পৌঁছিয়াছি বটে, কিন্তু যখন মরি নাই, তখন চক্রে আরোহণ করিলে যাহা হয় তাহা অর্থাৎ আমাদিগের গতি ঊর্দ্ধদিকে অবশ্যম্ভাবী ; আর যাঁহারা আমাদিগের শাসক তাঁহারা সর্ব্বোচ্চবিন্দু হয় ত পার হইয়াছেন, সুতরাং তাহাদিগের গতি—।

আমরা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে যে একটি পাশমোড়া দিয়াছি তাহাতে সম্রাট অবধি চঞ্চল হইয়াছিলেন। সেই

আন্দোলনে আমাদিগের এই জিলা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া ভারতসচিব লর্ড মর্লির কি উদ্বেগ হইয়াছিল তাঁহার প্রণীত Recollections-এ ১৯০৬ সালের ১১ই মে তারিখের লর্ড মিণ্টোর নিকট লিখিত পত্রে তাহার আভাস পাই। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—"To speak quite frankly all depends on you and me keeping in step. I am convinced we shall, about frontier, army expenditure, Barisal and all else that may arise. Only you must consider my difficulties, as I assuredly consider yours" (সরলভাবে কহিতে গেলে কহিতে হয় যে, আপনার ও আমার সমপদবিক্ষেপের উপরে সমস্তই নির্ভর করে। অর্থাৎ আপনার

আমার একমত হইয়া কার্য্য করা আবশ্যক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সীমান্তসমস্যা, সৈন্যব্যয়, বরিশাল এবং আর যাহা কিছু উত্থিত হয় তৎসম্বন্ধে আমরা ইহা পারিব, একমত হইয়া চলিতে পারিব। কেবল আমি যেমন আপনার কি কি মুস্কিল, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করি, আপনিও সেইরূপ আমার কি কি মুস্কিল আছে বিবেচনা করিবেন।) আমাদিগের শাসনকর্ত্তাগণ ভাবিয়াছিলেন যে আমরা মৃত, তাঁহারা আমাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে প্রথমবারের পাশমোড়া দেখিয়া বুঝিয়াছেন, আমরা মরি নাই। এবার মহাত্মা গান্ধির অঙ্গুলিহেলনে দেখিতেছেন, দ্বিতীয়বারের পাশমোড়া।

প্রথমবারেই জাতীয় জাগৃতিবোধক, আত্ম-

সম্মানবোধ, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসংযমের পরিচয় পাইয়াছি। তখন জাতীয়ধারাবলম্বন, আত্মনির্ভর, পরমুখাপেক্ষাহীনতা, নির্ভীকতা, উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়, শক্তিবিকাশ, সংহননশক্তি, ব্যসনত্যাগ, অভিমানত্যাগ, সংকীর্ণতাত্যাগ, বিলাস ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যত্যাগ এবং কর্ম্ম মাহাত্ম্যোপলব্ধির যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নহে।

জাতীয়ধারাবলম্বন, আত্মনির্ভর ও পরমুখাপেক্ষাহীনতার প্রেরণায়ই জাতীয়বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। যদিও জাতীয় বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ লোপ পাইয়াছে, তথাপি বঙ্গবাসীর তদভিমুখিনী মতির নিদর্শন এবারকার আন্দোলনে বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে। কলিকাতার জাতীয়শিক্ষাপরিষদস্থাপিত Technical Institute-এর উন্নতি তাহাই প্রচার করিতেছে।

তখনকার বিদেশীদ্রব্যবর্জ্জনব্রত প্রকোপ ও বন্দেমাতরম্ কোলাহল শাসনকর্ত্তাদিগের সুনিদ্রার বিশিষ্ট ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে এবং তাঁহাদিগের বিহিত দণ্ড মাতৃসেবকগণ নির্ভীক-ভাবে হাসিতে হাসিতে গ্রহণ করিয়াছেন। মাতৃভূমিকল্যাণকল্পে কেহ কেহ পথভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেও অকুতোভয়চিত্তে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদিগের শমনভয় ত্যাগের মহনীয় আদর্শ মাতৃসেবকগণের হৃদয়ে জ্বলদক্ষরে অঙ্কিত হইয়া রহি্য়াছে।

যাঁহারা আপনাদিগকে উপায়হীন ভাবিয়াছিলেন একমুষ্টি অন্ন কি করিয়া অর্জ্জন করিবেন তাহা ভাবিয়া পন্থা পান নাই, সেই আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া তাঁহাদিগের অনেকে উদ্যম, অধ্যবসায় ও আত্মনির্ভর

প্রভাবে এখন লক্ষ্মীমন্ত, সুপ্রতিষ্ঠিত। হিন্দু মুসলমান তন্তুবায় সম্প্রদায় একেবারে নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই অভাব দূর হইয়াছে।

যে ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব্বে যে শক্তির পরিচয় পাই নাই, তাহারই মধ্যে সেই শক্তির সুন্দর বিকাশ দেখিয়াছি। আমাদিগের এই জিলায় 'জারি'গান গায়ক আলাম বয়াতী —যিনি রাজনীতি কাহাকে বলে তাহার "ক" অক্ষরও জানিতেন না, তিনি সরকার-প্রদত্ত উপাধির প্রতি আজ মহাত্মাজী যে বিরাগ দেখাইতেছেন, তাহা দেখাইয়া গাহিয়া ছিলেন :—

"কেহ হবে খাঁ বাহাদুর,
কেহ হবে রায় বাহাদুর ;
ভাই, তুমি কি হবে লাঙ্গলং বাহাদুর ?"

কর্ত্তাদিগের প্রতিজ্ঞাপালনে শিথিলতা লক্ষ্য করিয়া তদ্রূপ অজ্ঞ মফিজুদ্দিন বয়াতী গাহিলেন ঃ—

"এ দেবো, তা দেবো ব'লে
অবশেষে ভুজঙ্গিনীর পা দেখায়।"

দেশবিশ্রুত শ্রীমান মুকুন্দ দাসের শক্তি-বিকাশের পরিচয় আপনাদিগের অনেকেই পাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিব না। নানাবিধ যন্ত্রাদি নির্ম্মাণেও অনেকের শক্তিবিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে। মিলনশক্তিরও যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। আজ যে ধর্ম্মঘটের এত বৃদ্ধি তখন তাহার সূচনা দেখিয়াছি। এই নগরেই সেটেলমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ ধর্ম্মঘট করিয়া তাঁহাদিগের উপরিস্থ কর্ত্তাদিগকে ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপ্রত্যয় না জন্মিলে ধর্ম্মঘট হয় না এবং

মিলনশক্তির প্রাবল্য ভিন্ন দাঁড়াইতে পারে না। মিলনশক্তির বলেই স্বদেশী-ব্রত অত বলসঞ্চয় করিয়াছিল এবং বিদেশী পণ্য প্রভূত পরিমাণে বর্জ্জিত হইয়াছিল। এক বৎসরে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী প্রায় তিনকোটী টাকার কমিয়া গিয়াছিল। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় গ্রামে গ্রামে কেহ কোনও বিদেশী দ্রব্য উপস্থিত করিতে সাহস পান নাই। বিদেশী দ্রব্য বাজারে বিক্রয় হয় না দেখিয়া বরিশালে তাৎকালীন মেজিষ্ট্রেট সাহেব স্বদেশী ও বিদেশী উভয় প্রকারের দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটি বাজার স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়া নহবতমন্দির অবধি নির্ম্মাণ করাইলেন। ঘোষণা দিলেন অমুক তারিখে বাজার খোলা হইবে। সে দিন ক্রেতা বিক্রেতা প্রায় কেহই উপস্থিত হইল না। তাঁহার উদ্যম নিষ্ফল

হইল। সেই মিলনশক্তিবলে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্ত্তৃক ডাক বিলি করিবার বন্দোবস্তও হইতেছিল। আমাদের স্বদেশবান্ধব সমিতির ১৫৯টী শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের কর্ম্ম-কুশলতা দেখিয়া ইংলিশম্যান পত্রিকায় এ দেশের কোন বন্ধু লিখিয়াছিলেন :—

"Barisal is probably the only place where there is a systematic organization and where the volunteers have done immense mischief. The organization is nowhere so complete as at Barisal."

(সম্ভবতঃ একমাত্র বরিশালেই সুসম্বন্ধ সংহতি গঠিত হইয়াছে, এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রভূত অকল্যাণ সাধন করিয়াছে। বরিশালে

যেমন, তেমন আর কোন স্থলেই এরূপ সংহতি হয় নাই), এই সমিতিগুলি অবশেষে এক বিকট আদেশ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট সমূলে বিনাশ করিলেন।

ব্যসন ত্যাগের দৃষ্টান্তও অল্প নহে। অনেক ব্যসনী যুবক স্বদেশীনেশায় মত্ত হইয়া সুরা-পানাদি দোষ ত্যাগ করিয়াছেন এবং অনুরক্ত স্বদেশসেবক হইয়া ধন্য হইয়াছেন। এই জিলায় একবৎসরে ৫২টি বিদেশী সুরা-বিপণির মধ্যে মাত্র একটি বিদ্যমান ছিল।

অভিমান ও সংকীর্ণতাত্যাগের ফলে দেখিয়াছি "ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলা-কুলি।" নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর বালকদিগের জন্য নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। পুণ্যকর্ম্মা তেগাই হালদার তাঁহার নমঃশূদ্র বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনে আপামর সাধারণের

নিকটে কিরূপ আদৃত হইয়াছেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। অভিমানহীন হইয়া কত ব্রাহ্মণ ও অপর যাহারা ভদ্রসমাজস্থ বলিয়া পরিচিত তাঁহারা রাস্তায় ফেরিওয়ালা হইতে লজ্জাবোধ করেন নাই, কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি স্বয়ং মৃত্তিকা খনন ও মস্তকে মৃত্তিকা বহন করিয়া পুষ্করিণী সংস্কার ও দুই চারি মাইল দীর্ঘ রাস্তা অবধি প্রস্তুত করিয়াছেন। স্বগ্রামে শান্তিরক্ষার্থ কোন কোন গ্রামে যুবকগণ স্বীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া রাত্রি জাগরণ করিয়া চৌকিদারের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। এক গ্রামে আমি শুনিয়াছি চোর ধরিয়া থানায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। কোন কর্ম্মই নীচ নহে এ ধারণা অনেকের জন্মিয়াছে। গতবার এ স্থলে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন

সময়ে এক স্বেচ্ছাসেবক এক প্রতিনিধির ট্রাঙ্কটি মস্তকে বহন করিয়া নিতেছিলেন, নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলে প্রতিনিধি দেখিলেন যিনি কুলীর কার্য্য করিয়াছেন তিনি তাঁহার প্রভুপুত্র। দেখিয়া জিহ্বা দংশন করিলেন, বড়ই সঙ্কুচিত হইলেন। স্বেচ্ছা-সেবকটি বলিলেন আপনার সঙ্কুচিত হইবার কোনই কারণ নাই, আজ আমার এইরূপ বাহকের কার্য্য করাই প্রধান কর্ত্তব্য, আপনি আমার স্তুত্য।"

আমি কূপমণ্ডুক বলিয়া আমার দৃষ্টান্তগুলি প্রায়ই এই জিলাসম্বন্ধে। বঙ্গদেশময় ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। জাগরণের চিহ্ন বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু যুগযুগান্তব্যাপী তামসী নিদ্রায় অভিভূত বলিয়া আমরা আবার তন্দ্রালু হইয়া

পড়িতেছিলাম। রাউল্যাটপ্রমুখ গদাঘাত, জালিয়ানওয়ালাবাগ ও খিলাফত্‌পীড়ন এবং অন্ন ও বস্ত্রকষ্টে আবার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।

সেবারকার আন্দোলন বঙ্গদেশে ও কথঞ্চিৎ মহারাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এবারকার আন্দোলন বিপুলায়তন ধারণ করিয়া ভারতবর্ষব্যাপী হইয়াছে। সেবারকার আন্দোলনে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের অতি অল্পসংখ্যক মাত্র যোগ দিয়াছিলেন, এবার একপ্রাণ হইয়া হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায় সহযোগিতা-বর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। সেবার নিরক্ষর জনসাধারণ বঙ্গদেশে কোন কোন স্থলে বিশেষ জাগৃতির পরিচয় দিয়াছেন, এবার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। সুরাপানাদি ব্যসন ত্যাগ সম্বন্ধে

ইহাদিগের মধ্যে যেরূপ উৎসাহ দেখা যাইতেছে সেবার ইহার অতি সামান্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পুরাতন ভারতের মেরুদণ্ডস্থানীয় আত্মসংযম ও তজ্জনিত বল, যাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঋষিগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহাত্মা গান্ধি এবার বিশেষভাবে প্রচার করিয়া এ দেশের বলবিধান করিতেছেন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ঋষির এই মহাবাক্য এই জাতীয় বলকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। স্বরাজপ্রতিষ্ঠা, আত্মদর্শনের সোপানমাত্র। জাতীয় স্বরাজপ্রতিষ্ঠা হইলে উপনিষদোক্ত স্বরাট্‌ভাব লাভ করিবার পথ প্রশস্ত হয়। হিংসাশূন্যসহযোগিতাবর্জ্জনে আমাদিগের বলসঞ্চয়ের বিধান হইতেছে। আমরা ঋষিনির্দ্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হইবার উদ্যোগী হইয়াছি। আমাদের

এই পন্থা ভিন্ন স্বরাজাভিমুখী অন্য পন্থা নাই, ইহা অল্পদিনের মধ্যে বোধ হয় ভারতবাসী মাত্রেরই দৃঢ় ধারণা হইবে ; এবং তাহা হইলে যে আমাদের স্বরাজপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী, প্রফেসর সিলি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ইহাই হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারত সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"If the feeling of a common nationality began to exist there (India) only feebly, if without inspiring any active desire to drive out the foreigner, it only created a notion that it was shameful to assist him in maintaining his dominion, from that day almost our empire would cease to exist."

(যদি অতি ক্ষীণ ভাবেও তথায় (ভারতে)

সম্মিলিত জাতীয়ত্ববোধের উন্মেষ হয়, বিদেশীকে বহিষ্কৃত করিবার উত্তেজনা না জন্মিয়াও যদি তাহার রাজত্বরক্ষার সাহায্য করাও লজ্জাজনক, মাত্র এই ভাবেরই সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সেই দিন হইতে বলিলেও হয়, আমাদিগের সাম্রাজ্য শেষ হইয়া যাইবে।)

আজ সেই ভাবের যে সৃষ্টি হইতেছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। মহাত্মাগণের অলোকসামান্য ত্যাগে আজকার এ আন্দোলন ধন্য হইয়াছে এবং উপরোক্তভাব ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতেছে। পরমুখাপেক্ষাহীন হইয়া আত্মচেষ্টা ব্যতীত স্বরাজপ্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই। স্বরাজপ্রাপ্তি কখনও দানের ফল হইতে পারে না। ভুবনবিখ্যাত স্বদেশপ্রাণ প্রাতঃস্মরণীয় কোস্থুথ বলিয়াছিলেন ঃ—

"Freedom never yet was given

to nations as a gift, but only as a reward bravely earned by one's own exertions, own sacrifices, and own trial, and never will, never shall it be attained otherwise."

(স্বাধীনতা কোন জাতিকে কখনও দান-স্বরূপে প্রদত্ত হয় নাই ; কিন্তু উহা স্বকীয় উদ্যম স্বকীয় ত্যাগ এবং স্বকীয় পরিশ্রম ও চেষ্টারফলে পৌরুষ সহকারে পুরস্কারস্বরূপ অর্জ্জিত হয় ; ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ইহারপ্রাপ্তি ঘটে না—ঘটিতে পারে না।)

এই তত্ত্বটী এতদিনে বোধ হয় ভারতবাসীর হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। আমরা শৈশবস্থ ; কার্য্যের সফলতা দেখাইতে দেখাইতে ক্রমে ক্রমে গুরুজনের নিকট হইতে একমুষ্টি দুইমুষ্টি করিয়া স্বরাজদান লাভ করিব, ইহা যদি কাহারও

ধারণা থাকে তবে সে ধারণাপুষ্টির পৃথিবীর ইতিহাসে কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না। এবার যাহা দেখিতেছি, ঋষিনির্দ্দিষ্টপন্থায় সসংযম সহযোগিতাবর্জ্জনের দ্বারা সচেষ্টায় আমরা গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছি —ইহাই তো মনে হয়। ইহার প্রমাণ আমাদিগের প্রত্যক্ষীভূত। আমরা আমাদের বস্ত্রাদি সংস্থান সম্বন্ধে নিতান্তই পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছিলাম। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে স্বদেশীদ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের চেষ্টায় কথঞ্চিৎ পরিমাণে পরমুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, তাহাতে দেশের হিন্দুমুসলমান তন্তুবায় প্রভৃতি অনেক সুফল পাইয়াছেন এবং অপর শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণও চরকা এবং তাঁতের দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিতেছিলেন, কিন্তু সেই পরমুখাপেক্ষাহীনতা ও

আত্মনির্ভরের ভাব শিথিল হইয়া পড়িতেছিল, এবার মহাত্মা গান্ধীর অনুজ্ঞায় গৃহে গৃহে চরকাদির ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া তাহা আবার দৃঢ়তর হইতেছে। যাঁহারা পরমুখাপেক্ষাহীনতা ও আত্মনির্ভরের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাসন হইবামাত্র আমাদিগের দেশবাসীগণ ভীষণ প্রতিবাদ করিতেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মনোমোহন নিউগী তায়েবুদ্দিন আহাম্মদ মহাশয়গণের প্রতি যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত করিবার অভিপ্রায়ে, বণিক, দোকানদার উকিল, মোক্তার এবং কুলি, মেথর অবধি অপরাপর দেশবাসী যে হরতাল করিয়াছিলেন, তাহা এই ভাবোন্মেষের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যখন শুনিলাম হরতালের দিনে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির লোভ সম্বরণ করিয়া গাড়োয়ান

ও কুলিগণ কার্য্য করিতে প্রস্তুত হন নাই, তখন বুঝিলাম, পরমুখাপেক্ষাহীন হইয়া আত্ম-নির্ভরের দিকে বল সঞ্চয় হইতেছে।

স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় উন্নতিকল্পে যে গুণগুলির উল্লেখ করিয়াছি তাহা এবার-কার হিংসাশূন্য অসহযোগীতা আন্দোলনে অধিকতর স্ফুট হইতেছে।

আমাদের এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য আত্মপ্রত্যয় ও সৎসাহস বৃদ্ধির উপায়-বিধান, আত্মপ্রত্যয় যত বাড়িবে, সৎসাহসও ততই বাড়িতে থাকিবে। এই আত্মপ্রত্যয়-প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগীতাবর্জ্জন বিশেষ উপকারী।

যাঁহারা উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়া-ছেন, তাঁহাদিগের সহিত নিম্নপদস্থ কেহ সহ-যোগিতা করিতে গেলে অনেক স্থলেই স্বতঃই

অধীনতা আসিয়া পড়ে, সুতরাং আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ঘটে। যশোহর জিলাস্কুলে সদ্ভাব-শতক-রচয়িতা পুণ্যশ্লোক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন। অল্প বেতন ছিল বলিয়া তিনি যে গৃহে বাস করিতেন সে গৃহটী উপযুক্তরূপে সংস্কৃত না হওয়ায় তাঁহার সে গৃহে থাকিতে কষ্ট হইত, রৌদ্র বৃষ্টি উভ-য়েরই পীড়ন সহ্য করিতে হইত। তাঁহার শিষ্য একটী অপেক্ষাকৃত ধনীর পুত্র ; তিনি তাঁহাকে একদিন বলিলেন—"পণ্ডিত মহাশয় ! আপনি এখানে এত কষ্ট পাইতেছেন কেন ? দয়া করিয়া আমাদিগের বাসায় একখানি ঘর আছে, তাহাতে আপনি বাস করিলে আমরাও কৃতার্থ হইব, আপনারও কষ্ট দূর হইবে, আমাদিগের সহিত আপনার কোন সংশ্রব থাকিবে না।" মহাপুরুষ উত্তরে বলিলেন, "বাবা ! তুমি যাহা

বলিলে তাহা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলাম, তুমি যে আমাকে কিরূপ ভালবাস এবং ভক্তি কর তাহার পরিচয় পাইলাম, কিন্তু তোমার কথানু-যায়ী কার্য্য হইতে পারে না, ধনীর সহিত কোন সংশ্রব না থাকিলেও নিকটে গেলে সহজেই অধীনতা আসিয়া পড়ে।” এই মহদ্বাক্যটী আমাদিগের মনে রাখিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সমানে সমানে সহযোগিতা থাকিলে আত্মপ্রত্যয়ের কোন ব্যাঘাত হয় না। ছোট এবং বড়র সহযোগিতা হইলেই ঐ মজুমদার মহাশয়ের বাক্যটী মনে হয়—“সহজেই অধীনতা আসিয়া পড়ে।” সুতরাং আত্মপ্রত্যয় জন্মাইবার জন্য আমা-দিগের স্বকীয় বলের উপরেই নির্ভর করা নিতান্ত আবশ্যক।

আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার জন্য

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত চারিটী বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য ঃ—

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বদেশী, সালিশী।

শিক্ষা ঃ—

আমাদিগের দেশে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাদ্বারা আমাদিগের জাতীয় ভাবের উন্নতি হওয়া দূরে থাক্ বরং অবনতি হইতেছে, ইহা কি বুঝিতে আমাদের বাকি আছে? আমাদিগের আদর্শ ও জীবনের মানদণ্ড পাশ্চাত্যজাতির ন্যায় নহে, তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার ও আমাদিগের আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে ভিন্ন, মনোবৃত্তির চালনার মধ্যেও তাঁহাদিগের ও আমাদিগের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই। বিজাতীয় শিক্ষা দ্বারা আমরা যে জাতীয় ধারা ভুলিয়া যাইতেছি ইহা কি আবার বলিতে হইবে?

ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় ইতিহাস, ভারতীয় রীতিনীতি যে ক্রমেই আমাদের যুবকগণের নিকট দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। আমার সমবয়সী বৃদ্ধ, কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর পান নাই; এবং মুসলমান ভ্রাতৃগণেরও অনেকে বোধ হয় এইরূপ মহম্মদচরিত, হেদায়ত-উল-ইসলাম কিমিয়া-এ-সাদত, তজকরত-উল-আউলিয়া প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিবার অনেকের প্রবৃত্তিও হয় নাই। আমাদিগের শাস্ত্রীয় আলোচনা কতদূর হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন; অতি অল্পদিন হইল কিঞ্চিৎ চেতনার উদয় হইয়াছে। ভারতের ইতিহাস আমাদিগের

সময়ে অতি অল্প পরিমাণে কিঞ্চিৎ পড়িতে হইত, এখন তো তাহাও লোপ পাইয়াছে। জাতীয় গৌরবানুভূতি ও সেই গৌরবের বৃদ্ধি করিতে হইলে স্বকীয় জাতীয় গৌরবের পুরাতন ইতিহাস এবং প্রাচীন ও অর্ব্বাচীনকালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যজাতিগুলির উন্নতি ও অবনতির ইতিবৃত্ত পাঠ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সে উপায় আমাদিগের বিদ্যালয়গুলিতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। এখন স্কুল ও কলেজে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই ইতিহাস পড়িয়া থাকেন। কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, বিগত আন্দোলনের সময়ে এ দেশে ইতিহাস পাঠ বন্ধ করা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। এক রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "পরাধীন জাতির অদৃষ্ট এই যে তাঁহাদিগের বিদ্যালয়গুলির অবাধ চালনার

ভার তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় না, এবং তাঁহা-দিগের স্বাধীন চিন্তা ফুটিবার অবকাশ রহিত করা হয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য রাজকীয় প্রয়োজনের অধীন করিয়া রাখা হয়, অথবা তৎপ্রয়োজনে একেবারে ধ্বংস করা হয়।" আমাদিগের এ দেশে এই তত্ত্বটীর কি আমরা পরিচয় পাইতেছি না? অবশ্য, পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি, জাতীয়শিক্ষা-পরিষদ তন্মধ্যে যাহা উপকারী তাহা বাদ দিবেন না।

জাতীয় ধারানুযায়ী স্বাধীন চিন্তার পথ উন্মুক্ত করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তৎপথে অগ্রসর হইতে হিন্দু মুসলমান ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসিগণের ধর্ম্মশিক্ষার বিধান করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে জাতীয়ভাবে আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং দৈহিক বল বৃদ্ধি হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সঙ্গে

প্রধান চিন্তার বিষয় আমাদিগের এই দরিদ্র দেশে জীবিকানির্ব্বাহ ও পরিবার প্রতিপালনের জন্য আমরা কি শিক্ষা দিতে পারি ; এ দেশে ইহার উপায় উদ্ভাবনই এক কঠিন সমস্যা। আমাদিগের স্কুলগুলি জাতীয় বিদ্যালয় করিতে পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে ; যাঁহারা জীবিকানির্ব্বাহের পন্থা উদ্দেশে এখনকার স্কুল কলেজে পড়িতে আসেন, তাঁহাদেরই বা কয়জন এই শিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের পথ করিয়া লইতে পারেন ? আমার মনে হয়, আমাদিগের উদ্যমের অভাবই আমাদের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ ; আমাদিগের দেশের যুবকগণ স্কুল ও কলেজে নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় চলিতেছেন, তাঁহারা যদি এই পদ্ধতি ছাড়িয়া ম্যাট্রিকুলেশন তুল্য কোন শিক্ষা

প্রাপ্ত হইয়া ইংরেজী ও হিন্দি কোন প্রকারে বলিতে সক্ষম হন এবং উত্থম সহকারে যে অর্থ এল, এ, বি, এ, পড়িতে ব্যয় হয় তাহার অর্দ্ধ কি সিকি পরিমাণ মূলধন করিয়া, এই বিপুল ভারতের নানাস্থানে দল বাঁধিয়া বাহির হইয়া জীবিকানির্ব্বাহের চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সে চেষ্টা অবশ্যই সফল হয়। জাতীয় বিত্থালয়-গুলিতেও নানাপ্রকার জীবিকানির্ব্বাহের উপায় শিক্ষা দিতে হইবে। দেশের জনসাধা-রণের মন এতদভিমুখ হইলে অর্থের যে বড় অভাব হয় তাহা মনে হয় না ; স্বাধীন জীবিকা-নির্ব্বাহ পক্ষে চিকিৎসাবিত্থা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিবিধ শিল্পবিত্থা শিক্ষার জন্য জিলার লোক উৎসাহী হইলে প্রত্যেক জিলায় বার্ষিক লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করা অসাধ্য নহে। তবে উৎসাহটী এমন হওয়া চাই যে অর্থদাতৃগণ

স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অর্থ প্রেরণ করিবেন এবং এই অর্থ প্রেরণ বিশিষ্ট পুণ্য কার্য্য মনে করিবেন। আমি একটি ভদ্রলোককে জানি যে তিনি কোন সমিতিতে শিক্ষা ও দরিদ্রের সাহায্য ধর্ম্মকার্য্য মনে করিয়া প্রত্যেক বিজয়া-দশমীদিনে ২৫৲ পঁচিশটী টাকা প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইঁহারই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া এই জিলার ২৪ লক্ষ লোকের মধ্যে যদি এক লক্ষ লোকও, হিন্দুগণ বিজয়া দশমীর দিনে, মুসলমানগণ ইদের দিনে এবং খৃষ্টানগণ যীশু-খৃষ্টের জন্মদিনে প্রত্যেকে একটী টাকা প্রেরণ করেন, তাহা হইলেই তো লক্ষ টাকা সংগ্রহ হয়।

জাতীয় শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয় সৃষ্টি করাতো কিছুই কঠিন নয়। গ্রামে গ্রামে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে

কিঞ্চিৎ ধৰ্ম্মশিক্ষা ও লিখন পঠন, গণিত এবং কৃষি ও দু একটী সামান্য শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা অতি সহজ। গ্রামের লোক যে ইহাতে উৎসাহী হইবে না তাহা মনে হয় না। আমরা এই জিলায় কয়েক বৎসর গত হইল কোন সমিতির পক্ষে একটী লোক রাখিয়াছিলাম; তিনি অল্প দিনের মধ্যে ৩২টী স্কুল স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গ্রামের লোকদিগকে দেশের অবস্থা জানাইয়া এইরূপ শিক্ষাভিমুখ করা অনায়াসসাধ্য। প্রকৃতপক্ষে, প্রচারক ও কৰ্ম্মকৰ্ত্তারই অভাব। এবারকার আন্দোলনে সেই অভাব দূর হইলে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে। অনেক গ্রামে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন, তাঁহারা দয়া করিয়া জাতি-

নির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অবৈতনিক শিক্ষক হইয়া দিনে ৩।৪ ঘণ্টা ব্যয় করিলে আমাদের শিক্ষাহীনতা বিদূরিত হইতে পারে।

স্বাস্থ্য—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশকে উদ্বুদ্ধ করা আমাদিগের একটী অবশ্য কর্ত্তব্য। ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতিতে যে গ্রামগুলি উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে ইহাতো সকলেই জানেন। গত বৎসর কলেরায় এই বঙ্গদেশে দেড় লক্ষ লোকের অধিক এবং ম্যালেরিয়ায় প্রায় সাড়ে বার লক্ষ লোক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদিগের স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী বলিতেছেন, টাকা পাইলেই তিনি ম্যালেরিয়া দূর করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সে টাকা কোথায়? এই বরিশালে একবার

এক ছোটলাট সাহেব উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকটে আমরা আবেদন করিয়াছিলাম যে মালিকানা ফিস স্বরূপে তখন যে তিন লক্ষের উর্দ্ধে টাকা জমা হইয়াছিল, তাহা সরকারের সাধারণ খরচে না লইয়া আমাদিগের এই জিলার কোন হিতজনক কার্য্যে ব্যয় করেন। তিনি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগের ঐ টাকার উপরে চোখ পড়িয়াছে কিন্তু উহার উপরে আমার হাত রহিয়াছে।" তখন মালিকানা ফিস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন আমাদিগের প্রদত্ত রাজস্ব, ট্যাক্স প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহা কি এখনও প্রযুজ্য নহে? এবারকার বাজেটে কোন্ বিষয়ে কত টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে তাহা দেখিলেইতো আমরা কোথায়, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। স্বরাজ লাভ

না হইলে আমরা যেভাবে যে টাকা ব্যয় করা কর্ত্তব্য মনে করি, তাহাতো কিছুতে পারিব না। যাহা হউক এখন আমাদিগের শক্তি অনুসারে আত্মনির্ভরশীল হইয়া যথা-সাধ্য জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ মনুষ্যগণের যে অজ্ঞতা আছে, তাহা ত অনেক পরিমাণে দূর করা যাইতে পারে। শাস্ত্রীয় নিয়ম ও স্বাস্থ্যনীতি অনুসারে কি প্রকারে চলিলে আমরা কতদূর সুস্থ থাকিতে পারি, তাহা বুঝাইয়া দিতে পারি। দেশের প্রাচীনারাও এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতেন, আজ তাহা আমাদের প্রচলিত সুশিক্ষার গুণে, পুরনারীরা ভুলিয়া গিয়াছেন। কৃষকেরা গো-চিকিৎসা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা জানিতেন তাহা আর

এখন জানেন না। অজ্ঞতা যে কতদূর বাড়িয়াছে, তাহা যাঁহারা গ্রামের সংবাদ রাখেন তাঁহারাই জানেন। সেই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য প্রচারকের আবশ্যক। পানা পুকুরাদির আবর্জ্জনা দূর করা কিংবা ক্ষুদ্র পুষ্করিণীগুলি সংস্কার করা অথবা কোন কোন স্থলের জল-নিঃসারণ প্রণালী করিয়া দেওয়া এবং গ্রাম্য জঙ্গলাদি পরিষ্কার করা বিশেষ আয়াসসাধ্য নহে। সে দিকে গ্রাম্য লোকের মতি নাই বলিয়াই অনেক সময় তাঁহারা রোগাধীন হইয়া থাকেন। গ্রামে গ্রামে যথাসাধ্য সমবেত চেষ্টা হইলে অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে। রোগের সময়ে পরস্পরকে সাহায্য করার ইচ্ছা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়। সেবকদল যত তাহার বল বিধান করিবেন

ততই দেশের উন্নতি হইবে; পরস্পরের সৌহার্দ্দ্য বাড়িলে, মিলনশক্তির প্রবল চেষ্টা উৎপন্ন হইবে।

স্বদেশী—স্বদেশী বলিতে কৃষি ও শিল্প দ্বারা দ্রব্যজাত উৎপন্ন করা এবং তাহাদ্বারা দেশের অভাব পূরণ করা বুঝি। দেশে দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া তাহা দেশের জন্য রক্ষা করা ও দেশের অভাব ঘটাইয়া বিদেশে প্রেরণ না করা কর্ত্তব্য। দ্রব্যোৎপাদন ও রক্ষা করার জন্য গ্রাম্য ব্যাঙ্ক, ধর্ম্মগোলা ও যৌথ কারবার স্থাপনের প্রয়োজন। বিদেশী দ্রব্য যথাসাধ্য ব্যবহার ত্যাগ করিতে হইবে। গত বৎসর বিদেশী বস্ত্র ও সূতা ক্রয়ে আমাদিগের ভারতবর্ষ হইতে ৬০ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকার অধিক বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। এই ভারতবর্ষই ত এক সময় বস্ত্র

ব্যবসায়ে দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল; আজ বস্ত্রকষ্টে কোটী কোটী লোক নগ্নপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। এই জন্যই মহাত্মা গান্ধি গৃহে গৃহে চরকা প্রচলনের জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছেন। আমরা যদি ম্যাঞ্চেষ্টার-বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে পারি তাহা হইলে যে স্বরাজলাভের পন্থা পরিস্কার হয়, ইহা কাহাকেও বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। তণ্ডুল ২৩ কোটী টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের বিদেশে পাঠাইয়া আমরা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছি। দেশে এত তাম্রকূট থাকিতেও চুরট বার্ডসাই প্রভৃতিতে ২ কোটীর অধিক টাকা বিদেশীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। অলমতি বিস্তারেন—এই সকল সংবাদগুলি গ্রামে গ্রামে প্রচার করিলে যে আত্মদৃষ্টির পথ খুলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোন্ কোন্ স্থলে কৃষি ও শিল্পজাত কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে তাহা অবগত হইয়া সহস্র সহস্র অক্লান্তকর্ম্মী প্রচারক ও শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্বদেশীর ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইবে। একটা কথা আছে "যা' নাই ভারতে তা' নাই জগতে" অর্থাৎ ভারতবর্ষ জগতের একখানি সংক্ষিপ্তসার। বাস্তবিকই ভারতের বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর বিভিন্ন অবস্থা দেখিয়া তাহাই মনে হয়। নানাস্থানে নানাপ্রকার জলবায়ু ও মৃত্তিকা প্রভাবে নানাপ্রকার শস্য, বৃক্ষ ও ফল পুষ্পাদি উৎপন্ন হয় এবং কতপ্রকার যে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহারও বোধ হয় সংখ্যা করা কঠিন। এই সকল বহুবিধ পদার্থগুলির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে যে কত প্রকার স্বদেশী ব্যবসায়ের কত উন্নতি হইতে

পারে তাহার সম্প্রতি পরিমাণ করা অসাধ্য। চাই ইচ্ছা, চাই উদ্যম, চাই গৃহকোণ হইতে বহির্গমন। আমাদের যুবকগণ যদি উদ্যম ও অধ্যবসায় লইয়া চির নির্দ্দিষ্ট পন্থাগুলিতে আবদ্ধ না থাকিয়া যত্ন ও শ্রম করিতে থাকেন, তাহা হইলে যতদূর বুঝি, তাহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহ ও পরিবার প্রতিপালনের কোন অভাব থাকিতে পারে না এবং ভারতবাসী কোন লোকেরই প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য কোন বিদেশীর অপেক্ষায় থাকিতে হয় না।

শালিসী—আমরা অধুনা যে ধর্ম্মাধিকরণগুলিতে, আমাদের বিবাদ নিরসনের জন্য উপস্থিত হই তাহাদিগের কৃপায় কত শত পরিবার নিঃস্ব হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা বোধ হয় কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

গত বৎসর এই বঙ্গদেশে একমাত্র কোর্টফিসে ১৮৯৬৪০০৮৲ টাকা বাদী বিবাদীগণের ব্যয় হইয়াছে। কোর্টফিসেই এই ভীষণ ব্যয়, তদুপরি উকিল, মোক্তার, আমলা, প্যাদা, চাপরাশী, কনেষ্টবল, দারোগা প্রভৃতির দাবী পূর্ণ করিতে আমাদের কত কোটী টাকা দিতে হয় একবার অনুমান করুন। একমাত্র এই ভীষণ ব্যয় নিবারণকল্লেই তো শালিসী অবলম্বন যৎপরোনাস্তি প্রয়োজনীয় মনে হয়। পূর্ব্বে এদেশে সাধারণতঃ গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ ও শালিস দ্বারা মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইত। আমাদিগের বাল্যবয়সেও আমরা শালিস দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। প্রতি গ্রামেই কোন কোন ব্যক্তি ছিলেন, যাহাদিগকে সেই গ্রাম ও নিকটবর্ত্তী গ্রামস্থ সকলেই বিশেষ মান্য

করিতেন। এখন শিক্ষাগুণে মানুষ স্ব স্ব প্রধান হওয়ায় এবং অভিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় কাহাকেও সেরূপ মান্য দিতে প্রস্তুত নহেন। তথাপি পূর্ব্বের ভাব একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আমাদিগের এই জিলায় স্বদেশবান্ধব সমিতির ইঙ্গিতে এক বৎসরে ৫২৩টী মোকর্দ্দমা শালিস দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৯০ হাজার টাকা মূল্যের দুইটী সম্পত্তি সম্বন্ধীয় মোকর্দ্দমা ছিল। কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই শালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি করার জন্য অনেক অর্থী-প্রত্যর্থী উপস্থিত হইবেন। আদালতে মোকর্দ্দমা করিতে যাইয়া কিরূপ সর্ব্বনাশ পাইতে হয়, তাহা যতদূর জানি, জনসাধারণ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছেন। শালিসের দ্বারা গ্রামে গ্রামে

মামলা নিষ্পত্তি হইলে ব্যয় বাহুল্য হইবে না এবং সত্যনির্দ্ধারণ পক্ষেও বিশেষ সুযোগ হইবে, ইহা সহজেই বোধগম্য। কেহ কেহ আপত্তি করেন, শালিস দ্বারা নিষ্পত্তি হইলে তাহার উপর আপিল চলিবে না, কিন্তু দুই দল শালিস নিযুক্ত করিয়া, প্রথম দলের নিষ্পত্তিতে কেহ অসম্মত হইলে দ্বিতীয় দলের নিকট আপিল চলিবে এবং তাঁহা-দিগের নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা অনায়াসসাধ্য। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, মোকর্দ্দমায় যাহার বিরুদ্ধে আদেশ হইবে, সে আদেশ না মানিলে তদ্বিরুদ্ধে আমরা কি করিতে পারি? আমার মনে হয়, শালিসী নিষ্পত্তির সংখ্যা যত বাড়িবে, তত আত্মপ্রত্যয় এবং জন-সাধারণের শালিসী পক্ষে মতপ্রাবল্য এমন

হইয়া উঠিবে যে, সামাজিক শাসনই আদেশ পালন করাইবে। শালিসীর উপযুক্ত চেষ্টা হইলে তজ্জন্য অধিক সময়ের প্রয়োজন হইবে না।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বদেশী, শালিসী সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা অনেকদিন হইতেই বলা হইতেছে ; কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্যমশীল, কর্ম্মীর বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। এবারকার আন্দোলনে অনেক যুবকের এতদভিমুখ কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা দেখিতেছি। ভগবান তাহাদিগের প্রাণের সেই ইচ্ছা বলবতী করুন এবং কার্য্যসাধনে সামর্থ্য দিন! আমাদিগের বাঙালীযুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তিগণের বুদ্ধিচালনা ও সৌহার্দ্দ্যভাবের অভাব তত দেখিতে পাই না, কিন্তু ইচ্ছার দার্ঢ্যের

অভাব দেখিতে পাই। দৃঢ়তার সহিত কর্ম্মশক্তিচালনা স্থায়ী হইলে আমাদিগের ভাগ্য ফিরিবে। চঞ্চলতা আমাদিগকে নিতান্ত হীন করিয়া রাখিয়াছে। ইহার স্থানে বীরোচিত দৃঢ়তাসাধন করিতে পারিলেই আমাদিগের স্বরাজ লাভ অবশ্যম্ভাবী। মহাত্মা গান্ধীর ভিতর যে দার্ঢ্য দেখিতেছি, দেশময় তদনুকরণে দার্ঢ্য সাধন হইলেই আমাদিগের ইচ্ছা সফল হইবে। আমরা বারংবার তরঙ্গের সহিত উচ্চে উঠিতেছি ও নিম্নে নামিয়া যাইতেছি। এবার ভগবান আমাদিগের সেই দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দিন, তাঁহার শ্রীচরণে সনির্ব্বন্ধ এই প্রার্থনা। এবার মণিকাঞ্চন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, হিন্দু মুসলমান গলাগলি হইয়া বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হইতেছেন, এই

সৌহার্দ্দ্য এবং দৃঢ়তা চিরস্থায়ী হউক, ভগবান!—আবার যেন ক্ষুদ্র স্বার্থানুসন্ধানে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ি, উভয় সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়স্থ ভারতবাসীগণ-সহ সংহত হইয়া যেন উদ্যম, উৎসাহ ও তেজে বক্ষ স্ফীত করিয়া কর্ত্তব্যপথে চলিতে পারি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে নিপীড়নের ফলে যে সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বরাজলাভের চেষ্টা করিতে পাইলে যে প্রভূত নিপীড়ন সহ্য করিতে হইবে, ইহা তো ধ্রুব কথা। কোন দেশ কোন দিন ত্যাগ ও আত্মবলিদান ভিন্ন স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। আমরাও সুকোমল পুষ্পাচ্ছাদিত পথে চলিয়া স্বরাজ লাভ করিতে পারি, আমাদের মাত্র দেখিতে হইবে যে আমরা

ঋষিবাক্য অবহেলা করিয়া কোন হিংসার কার্য্যে ব্রতী না হই, বক্ষ পাতিয়া গুলির আঘাত লইতে প্রস্তুত হইব, কিন্তু আমরা শরীর কি বাক্য কি মনের দ্বারাও কোনরূপ প্রতিহিংসার চেষ্টা করিব না। আর আমাদের "কোট" বজায় রাখিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিব। দধীচি তাঁহার অস্থি দান না করিলে দেবতাগণ জয়ী হইতেন না। আমরাও আমাদিগের হৃদয়ের উদ্যম ও ধৈর্য্য দ্বারা যে আধ্যাত্মিক তন্ত্র নির্ম্মাণ করিব, তাহা দ্বারাই এই সংগ্রামে জয়লাভ করিব।

উত্থানেন মৃতংলব্ধমুত্থানেন সুরাহতাঃ।
উত্থানেন মহেন্দ্রেন শ্রেষ্ঠং প্রাপ্তং দিবীহচ॥

উদ্যমের দ্বারাই দেবগণের অমৃত লাভ হইয়াছিল, তাঁহাদিগের উদ্যমেই অসুরগণ

নিহত হইয়াছিল, মহেন্দ্র উদ্যমের দ্বারাই দ্যুলোক ও ভূলোকে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। অতএব

উত্থাতব্যং জাগৃতব্যং যোক্তব্যং ভূতি কর্ম্মসু।

উঠ্‌তে হবে, জাগ্‌তে হবে, লাগ্‌তে হবে—ভাগ্যসম্পদবৃদ্ধি কর্ম্মে।

উদয়চ্ছেদেব ন নমেদুদ্যমোহ্যেব পৌরুষম্।
অপ্যপর্ব্বণি ভজ্যেতন নমেদিহ কহিচিৎ॥

নিয়তই উদ্যমশীল হইবে, কোন ক্রমেই অবনত হইবে না, যেহেতু উদ্যমই পুরুষাকার; অপূর্ব্ব স্থানে ভগ্ন হইবে, (যেখানে সন্ধি বা জোড়া নাই সেই স্থানে ভগ্ন হইবে) তথাপি কস্মিনকালেও নত হইবে না।

আমি বৃদ্ধ, আমার উদ্যমের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে, তথাপি প্রাণের সহিত আপনাদিগের নিকটে আমার সনির্ব্বন্ধ

নিবেদন, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে এই ঋষিবাক্য অবলম্বন করিয়া স্বরাজ-পতাকা হস্তে লইয়া আবাল-বৃদ্ধ সকলে উদ্যম ও উৎসাহে প্রজ্জ্বলিত হউন এবং সেই প্রভায় সমগ্র দেশ উদ্দীপ্ত হউক—অচিরে স্বরাজ লাভ হইবে।